কন্‌স্তান্‌তিন পাউস্তোভ্‌স্কি
উস্‌কো খুস্‌কো চড়াই

কন্‌স্তান্‌তিন পাউস্তোভস্কি

উস্‌কো খুস্‌কো চড়াই

ছবি এঁকেছেন ভালেরি পেরেবোর্রিন

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

 'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো
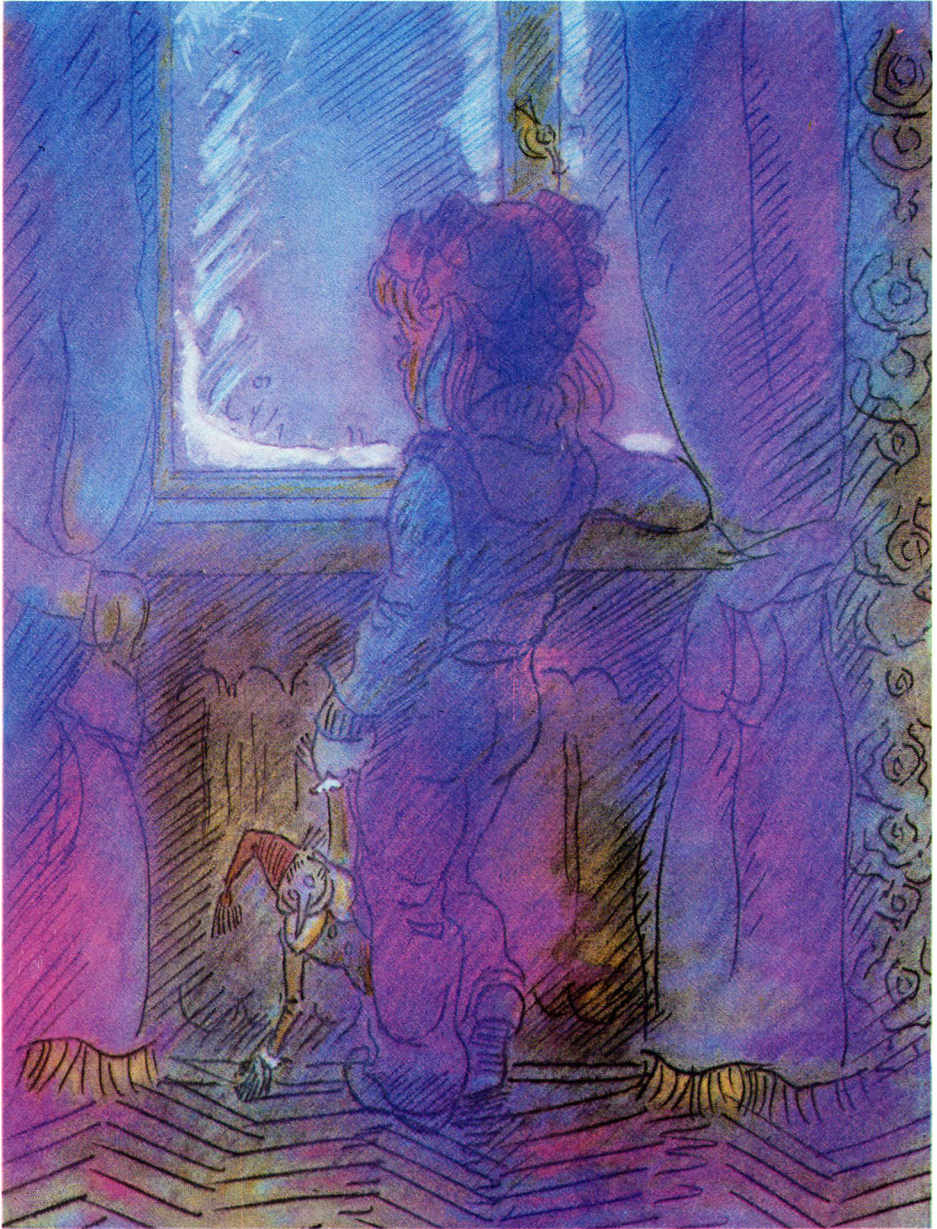
পুরানো দেয়ালঘড়িতে পুতুল-সেপাইয়ের সমান ছোট্ট কামারটা হাতুড়ি তুলল। ঘড়িতে খুট্ করে আওয়াজ উঠল, কামার অনেকটা পেছনে হেলে ছোট্ট তামার নেহাইয়ের ওপরে হাতুড়ির ঘা মারল। তরতর করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি, বইয়ের আলমারির নীচ দিয়ে গড়াতে গড়াতে থেমে গেল।

কামার আটবার ঘা মারল নেহাইয়ের ওপরে, তার ইচ্ছে ছিল নয়টা ঘা মারে, কিন্তু নয়বারের বার হাতুড়ি ওঠাতে গিয়ে তার হাত কেঁপে উঠল, শূন্যে উঠে স্থির হয়ে রইল। যতক্ষণ না নেহাইয়ের ওপর ন'টা ঘা মারার সময় তার হল, ততক্ষণ এইভাবে হাত উঠিয়েই সে দাঁড়িয়ে রইল ঝাড়া এক ঘণ্টা।

মাশা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। সে পিছু ফিরে তাকাল না। যদি পিছু ফিরে তাকায় তাহলে ধাইমা পেত্রোভ্‌নার নির্ঘাত ঘুম ভেঙে যাবে, মাশাকে ঘুমানোর জন্য তাড়া লাগাবে সে।

পেত্রোভ্‌না সোফায় বসে বসে ঝিমোচ্ছিল, এদিকে মা আজও অন্যান্য দিনের মতো চলে গেছে থিয়েটারে। মা থিয়েটারে নাচে, কিন্তু মাশাকে কক্ষনো সেখানে নেয় না।

থিয়েটারের বাড়িটা বিরাট, তার থামগুলো পাথরের। বাড়ির ছাদের ওপরে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে উড়ে চলেছে ঢালাই লোহার ঘোড়া। ঘোড়াগুলোকে রাশ টেনে ধরে রেখেছে একজন লোক।

তার মাথায় ফুলের মুকুট। লোকটা সম্ভবত শক্তিমান আর সাহসী। ছাদের একেবারে কিনারায় উত্তেজিত ঘোড়াগুলোকে সে রুখতে পেরেছে। ঘোড়াগুলোর সামনের পায়ের খুর ঝুলছে চত্বরের মাথার ওপর। মাশা মনে মনে ভাবে লোকটা যদি লোহার ঘোড়াগুলোকে রাশ টেনে ধরে রাখতে না পারত, তাহলে কি হুলুস্থুলুই না পড়ে যেত! ঘোড়াগুলো ছাদ থেকে ছিটকে এসে পড়ত চত্বরের ওপর, হুড়মুড় ঝনঝন্ শব্দে ছুটে চলে যেত পাহারাদার মিলিশিয়াম্যানের পাশ কাটিয়ে।

গত কয়েকদিন হল মা'র কেবলই দুশ্চিন্তা। এই প্রথম সিন্‌ডারেলা নাচে নামার জন্যে তৈরি হচ্ছে মা। প্রথম অভিনয়ের দিনই পেত্রোভ্‌না আর মাশাকে থিয়েটারে নিয়ে যাবে বলে কথাও দিয়েছে।

অভিনয়ের দু'দিন আগে থাকতে মা পেটরা থেকে বার করল ফিনফিনে কাচের তৈরি ছোট্ট একটা ফুলের তোড়া। তোড়াটা মাকে উপহার দিয়েছিল মাশার বাবা। মাশার বাবা ছিল জাহাজী। এই তোড়াটা সে কোন এক দূর দেশ থেকে নিয়ে এসেছিল।

তারপর মাশার বাবা চলে যায় যুদ্ধে। যুদ্ধে সে কয়েকটা ফাশিস্ত জাহাজ ডুবিয়ে দেয়, দুবার তার নিজের জাহাজও ডুবে যায়, নিজে জখমও হয়, কিন্তু প্রাণে বেঁচে যায়। এখন সে ফের গেছে দূরে। দেশটার নাম অদ্ভুত — 'কামচাত্‌কা'। খুব শিগগির ফিরে আসছে না, আসবে কেবল বসন্তকালে।

কাচের ফুলের তোড়াটা বার করে এনে মা নীচু গলায় সেটাকে গুটিকয়েক কথা বলল। ব্যাপারটা আশ্চর্যের, কেননা এর আগে মা কখনও জিনিসপত্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নি।

'এই ত, এটাই ত চাইছিলে তুমি,' ফিসফিস করে বলল মা।

'কিসের চাওয়া?' মাশা জিজ্ঞেস করল।

'তুই ছোট, এখনও কিছু বুঝিস না,' মা জবাব দিল। 'তোর বাবা আমাকে এই তোড়াটা উপহার দিয়ে বলেছিল: তুমি যখন প্রথম সিন্‌ডারেলা নাচে নামবে তখন রাজপ্রাসাদে বলনাচের পর তোড়াটা অবশ্যই পোশাকের গায়ে এঁটে দিও। তাহলেই আমি জানতে পারব ঐ সময় আমাকে তুমি মনে করেছ।'

'আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি,' রেগে গিয়ে বলল মাশা।

'কী তুই বুঝতে পেরেছিস?'

'সব!' মাশা লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে জবাব দিল। কেউ তাকে অবিশ্বাস করছে দেখলে তার ভালো লাগত না।
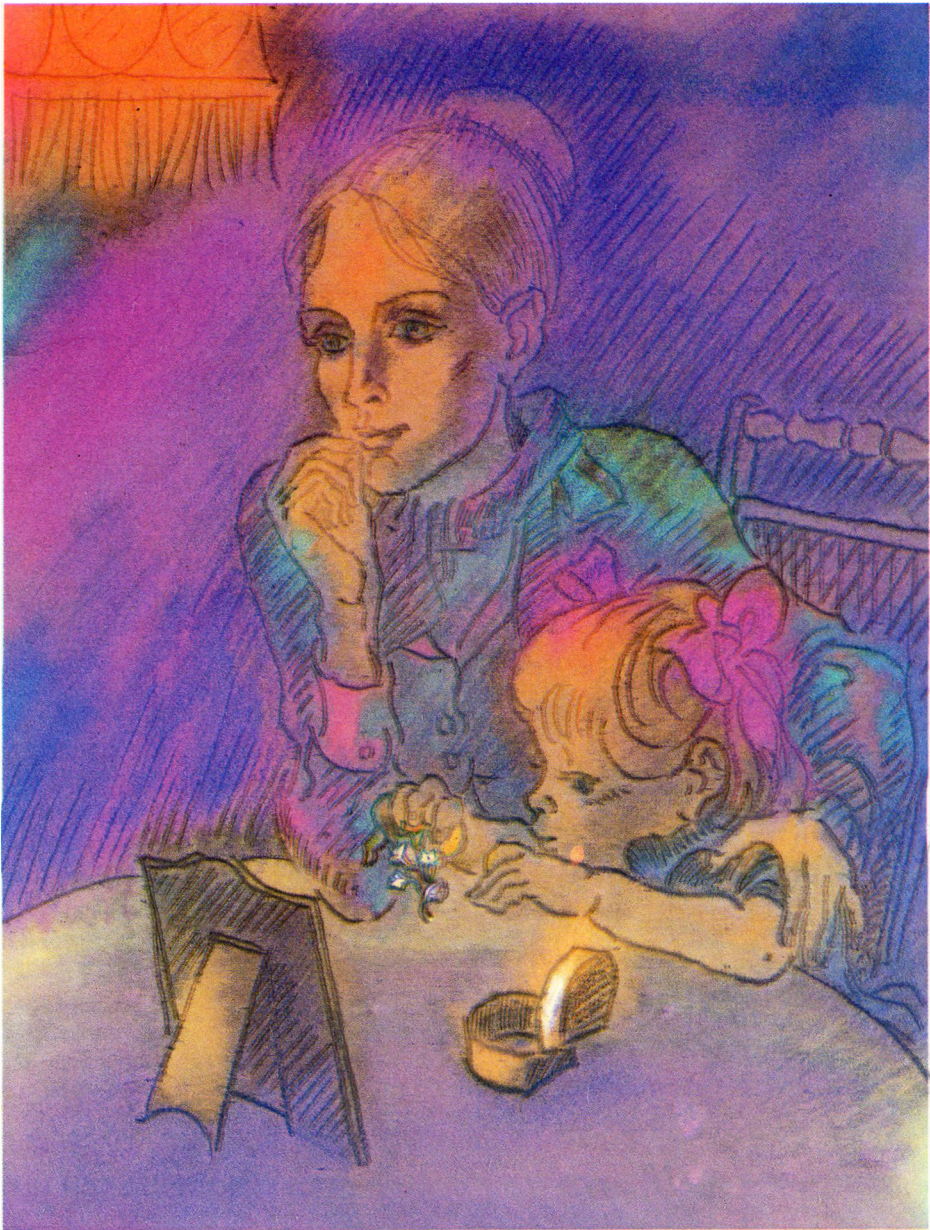
মা কাচের ফুলের ছোট্ট তোড়াটা টেবিলের ওপর রেখে বলল মাশা যেন ভুলেও ওটাকে না ছোঁয় — এমনকি কড়ে আঙুল দিয়েও নয়, কেননা ওটা বড় পল্‌কা।

সেদিন সন্ধ্যায় তোড়াটা মাশার পেছনে টেবিলের ওপর পড়ে রইল, ঝিকমিক করতে লাগল। চারদিকে চুপচাপ, এত চুপচাপ যে মনে হচ্ছিল যেন আশেপাশে সবকিছু ঘুমিয়ে আছে — গোটা বাড়িটা, জানলার বাইরের বাগান আর নীচে ফটকের পাশে যে পাথুরে সিংহটা বসে আছে সেটাও — বরফে দেখাচ্ছে আরও বেশি সাদা ধবধবে। ঘুম নেই কেবল মাশার, ঘর গরমের ব্যাটারির আর শীতের। মাশা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল, ঘর গরমের ব্যাটারি মৃদু সোঁ সোঁ আওয়াজ করে গেয়ে চলছিল তার ঈষদুষ্ণ গীত, এদিকে শীত আকাশ থেকে নিঃশব্দে তুষার ঝরিয়ে চলেছে ত চলেইছে। রাস্তার আলোর পাশ দিয়ে উড়ে উড়ে তুষার গিয়ে পড়ছে মাটির ওপরে। এমন কালো আকাশ থেকে যে কী করে এত সাদা বরফ এসে উড়ে পড়তে পারে তা বোঝা ভার। আরও যে জিনিসটা বোঝা ভার তা হল এই যে কী করে এই শীত আর হিমের মধ্যে মা'র টেবিলের ওপরে সাজিতে রাখা লাল রঙের বড় বড় ফুলগুলো এমন ফুটতে পারে! কিন্তু সবচেয়ে বেশি বোঝা ভার ছিল সাদা দাঁড়কাকটাকে। দাঁড়কাকটা জানলার বাইরে একটা ডালের ওপর বসে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল মাশার দিকে।

দাঁড়কাকটা অপেক্ষা করে ছিল কখন পেত্রোভ্‌না রাতের বেলায় ঘরে হাওয়া খেলানোর জন্য জানলার ওপরের পাল্লাটা খুলবে, মাশাকে সরিয়ে নিয়ে যাবে হাতমুখ ধোওয়ানোর জন্য।

পেত্রোভ্‌না আর মাশা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কাকটা জানলার ওপরকার খোলা পাল্লার ওপর এসে বসত, ঘরের ভেতরে এসে সেঁধিয়ে প্রথমেই যা চোখে পড়ত তা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিত।

কাকটা তাড়াহুড়োয় গালিচার ওপরে পা মুছতে ভুলে যেত, তাই টেবিলের ওপর পড়ে থাকত তার ভিজে পায়ের ছাপ।

পেত্রোভ্‌না প্রতিবারই ঘরে ফিরে এসে অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে বলত:

'দস্যি কোথাকার! আবার কিছু একটা নিয়ে পালিয়েছে!'

মাশাও অবাক হয়ে গালে হাত দিত, পেত্রোভ্‌নার সঙ্গে সেও

চটপট খ‍ু‌ঁজতে শ‍ুর‍ু করত এবারে কাকটা কী নিয়ে পালাল। বেশির ভাগ সময়ই কাকটা চুরি করে নিয়ে যেত চিনির ডেলা, বিস্কুট কিংবা সসেজ।

গরমকালে যে ছোট দোকানটায় আইসক্রীম বিক্রি হত শীতকালে সেটা থাকত বন্ধ, তক্তা-আঁটা। তারই মধ্যে থাকত কাকটা। কাকটা ছিল কেপ্পন, কু‌ঁদ‍ুলে। সে তার ঠোঁট দিয়ে ঠুসে ঠুসে নিজের সমস্ত সম্পত্তি গ‍ু‌ঁজে রাখত দোকানঘরের ফাটলের মধ্যে, যাতে চড়াইরা সেগ‍ুলোকে চুরি করতে না পারে।

কখন কখন রাতে সে স্বপ্ন দেখত দোকানঘরের ভেতরে যেন চড়াইপাখিরা চুপে চুপে ঢুকে পড়েছে, ফাটলের ভেতর থেকে খ‍ু‌ঁটে খ‍ু‌ঁটে বার করছে হিমে জমাট সসেজের টুকরো, আপেলের খোসা আর মিঠাইয়ের র‍ুপোলি মোড়ক। এই সময় কাকটা স্বপ্নের মধ্যে রাগে কা-কা করে ওঠে, আর পাশের রাস্তার কোনায় পাহারাদার মিলিশিয়াম্যান এদিক-ওদিক তাকায়, কান পেতে শোনে। সে অনেক কাল আগেই রাতদ‍ুপ‍ুরে দোকানঘরের ভেতর থেকে কা-কা রব শ‍ুনেছে, শ‍ুনে অবাক হয়ে গেছে। বার কয়েক দোকানঘরের কাছে এসে হাতের তেলো দিয়ে চোখের সামনে থেকে রাস্তার ল্যাম্পের আলো আড়াল করে ভেতরে ভালো করে তাকিয়ে দেখেছে। কিন্তু দোকান-ঘরের ভেতরটা ছিল অন্ধকার, কেবল মেঝের ওপর দেখা যেত সাদা ঝকঝকে ভাঙা বাক্স।

একবার, দাঁড়কাকটা দোকানঘরের মধ্যে পাশ্‌কা নামে এক উস্‌কো খ‍ুস্‌কো চড়াইপাখিকে দেখতে পেল।

চড়াইপাখিদের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। যবের পরিমাণ বেশ কমে গেছে, কেননা শহরে ঘোড়া আর নেই বললেই চলে। পাশ্‌কার দাদ‍ু, 'চিচ্‌কিন' নামে এক ব‍ুড়ো চড়াই, প্রায়ই প‍ুরনো দিনের কথা মনে করত। সে বলত, আগেকার দিনে চড়াইরা গ‍ুষ্টিস‍ুদ্ধ সারাদিন ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যান্ডগ‍ুলোর কাছে ভিড় করে থাকত। সেখানে ঘোড়াদের ম‍ুখে বাঁধা খাবারের থলি থেকে সদর রাস্তার ওপর যব ছড়িয়ে পড়ত।

কিন্তু এখন শহরে কেবল মোটরগাড়ি আর মোটরগাড়ি। মোটরগাড়িদের যব খেতে হয় না। তারা উদারস্বভাব ঘোড়াদের মতো কটরমটর করে যব চিবোয় না, তার বদলে বিশ্রী ঝাঁঝালো গন্ধের কী যেন একটা জল গেলে। চড়াইয়ের গ‍ুষ্টি সংখ্যায় কমে এসেছে। কোন কোন চড়াই চলে গেছে গাঁয়ে, ঘোড়াদের কাছাকাছি, কেউ কেউ চলে

গেছে সাগরপাড়ের শহরগুলোতে যেখানে স্টীমারে শস্য তোলা হয়, আর তাই সেখানে চড়াইপাখিদের জীবন তৃপ্তির, সুখের।

চিচ্‌কিন বলত, 'আগেকার দিনে চড়াইপাখিরা দু-তিন হাজারের একেকটা ঝাঁক বেঁধে একসঙ্গে জড় হত। কখন কখন এমন হত যে ওরা যখন বাতাস ফুঁড়ে উড়াল দিত তখন কেবল লোকেরাই নয়, গাড়ির ঘোড়াগুলো পর্যন্ত ঝট করে একপাশে ছিটকে পড়ত আর বিড়বিড় করে বলত, 'ভগবান রক্ষে কর, দয়া কর আমাদের! এই লক্ষ্মীছাড়াগুলোর বিরুদ্ধে কী কিছুই করার নেই?'

'আর হাটে-বাজারে চড়াইদের কী লড়াইটাই না হত! রোঁয়া উড়ে উড়ে মেঘের মতো অন্ধকার হয়ে যেত। এখন সেরকম লড়াই আর কোনমতেই সম্ভব নয়...'

পাশ্‌কা যেই দোকানঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে অমনি দাঁড়কাকও তাকে দেখতে পেল। তখনও ফাটল থেকে কিছু খুঁটে বার করার সুযোগ সে পায় নি। দাঁড়কাক ঠোঁট দিয়ে পাশ্‌কার মাথা ঠুকরে দিল।

পাশ্‌কা পড়ে গিয়ে চোখ উলটে রইল: মরার ভান করল।

দাঁড়কাক তাকে দোকানঘর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল, অবশেষে কা-কা রবে চড়াইদের গোটা চোরের গুষ্টির নিকুচি করে গালিগালাজ দিল।

পাহারাদার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে দোকানঘরের দিকে এগিয়ে গেল। পাশ্‌কা বরফের মধ্যে পড়ে ছিল। সে মাথার যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছিল, কেবল ধীরে ধীরে ঠোঁট খুলল সে।

'আহা রে, তোর দেখার কেউ নেই রে!' এই বলে পাহারাদার হাতের দস্তানা খুলে পাশ্‌কাকে তার ভেতরে পুরে রাখল। পাশ্‌কাকে সুদ্ধ দস্তানা ওভারকোটের পকেটে রেখে দিল। 'তোর চড়াই-জীবনটা সুখের নয় দেখছি!'

পাশ্‌কা পকেটের ভেতরে শুয়ে শুয়ে চোখ পিটপিট করছিল। দুঃখে আর খিদের যন্ত্রণায় তার কান্না এসে গেল। যা হোক একটা রুটির কণা পেলেও হত — ঠোকরানো যেত! কিন্তু পাহারাদারটির পকেটে রুটির কণা বলতে কিছুই ছিল না, পকেটের ভেতরে পড়ে ছিল নেহাৎই আজেবাজে কিছু তামাকের গুঁড়ো।

সকালবেলায় মাশাকে নিয়ে পেত্রোভ্‌না পার্কে বেড়াতে বেরিয়েছে। পাহারাদারটি মাশাকে কাছে ডেকে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল:

'মহাশয়ার কি চড়াইপাখির দরকার আছে? পুষবেন?'

মাশা জবাব দিল যে চড়াইপাখি তার দরকার, এমনকি খুবই দরকার। একথায় পাহারাদারের রোদে বাতাসে কড়া-পড়া লাল মুখে হঠাৎ কতকগুলো কোঁচকানো রেখা ফুটে উঠল। সে হেসে উঠল, পাশ্‌কাকে সুদ্ধ দস্তানাটা বার করে বলল:

'এই নিন! দস্তানাসুদ্ধই নিন। নইলে পালিয়ে যাবে। দস্তানাটা আমাকে পরে এনে দেবেন। বারোটার আগে আমার পাহারা বদল হচ্ছে না।'

মাশা পাশ্‌কাকে বাড়িতে নিয়ে এলো, বুরুশ দিয়ে তার পালক আঁচড়ে সমান করে দিল, তাকে বেশ করে খাইয়ে দাইয়ে ছেড়ে দিল। পাশ্‌কা ডিশের ওপর এসে বসল, ডিশ থেকে খানিকটা চা খেল, তারপর এসে বসল কামারের মাথার ওপর, তার প্রায় ঝিমুনিই এসে গিয়েছিল, কিন্তু কামার শেষ পর্যন্ত খেপে গেল, ঝট করে হাতুড়ি তুলল, পাশ্‌কাকে ঘা মারার মতলবে ছিল সে। পাশ্‌কা ফড়ফড় আওয়াজ করে উড়ে গিয়ে বসল হিতোপদেশের লেখক ক্রিলোভের মাথার ওপর। ক্রিলোভের মূর্তিটা ছিল ব্রোঞ্জের, পেছল — পাশ্‌কা কোনক্রমে তার ওপরে আটকে রইল। এদিকে কামার ভয়ানক খেপে গিয়ে নেহাইয়ের ওপর ঠকাঠাঁই বাড়ি মারতে শুরু করল — এগারোবার বাড়ি মারল।

মাশাদের ঘরে পাশ্‌কা পুরো একটা দিন রইল। সন্ধ্যাবেলায় জানলার ওপরকার খোলা পাল্লা দিয়ে বুড়ো দাঁড়কাকটাকে উড়ে এসে টেবিলের ওপর থেকে মাছের মুড়ো চুরি করে নিয়ে যেতে দেখল সে। পাশ্‌কা লাল ফুলের সাজির আড়ালে চুপচাপ লুকিয়ে বসে রইল।

এরপর থেকে পাশ্‌কা রোজ মাশাদের ঘরে উড়ে আসত, রুটির কণা খুঁটে খুঁটে খেত আর মনে মনে ভাবত কী করে মাশাকে ধন্যবাদ দেওয়া যায়। একবার সে মাশার জন্য নিয়ে এলো বরফে জমাট একটা শুঁড়ওয়ালা শুঁয়োপোকা — ওটাকে সে পেয়েছিল পার্কের একটা গাছে। কিন্তু মাশা শুঁয়োপোকা খেল না, পেত্রোভ্‌না গালাগাল করতে করতে শুঁয়োপোকাটা জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তখন বুড়ো দাঁড়কাককে চটানোর জন্য পাশ্‌কা কৌশলে দোকানঘরের ভেতর থেকে চুরি করা জিনিস বার করে ফের আনতে লাগল মাশাদের বাড়িতে। কখনো নিয়ে আসে ফলের মিঠাইয়ের

শুকনো কড়মড়ে টুকরো, কখনো পাথরের মতো শক্ত এক টুকরো পিঠে, কখনো বা টফি-লজেন্সের লাল কাগজ।

সম্ভবত কেবল মাশাদের বাড়ি থেকে নয়, অন্যদের বাড়ি থেকেও দাঁড়কাকটা চুরি করত, কেননা পাশ্‌কার অনেক সময় ভুল হয়ে যেত। চিরুনী, চিরতনের বিবির মতো একটা তাস বা ঝরনা কলমের নিব — অন্যদের বাড়ির এই রকম সব জিনিসও সে ভুল করে নিয়ে আসত।

এই সব জিনিস নিয়ে পাশ্‌কা ঘরের ভেতরে উড়ে আসত, সেগুলোকে মেঝের ওপর ফেলে দিত, ঘরের মধ্যে কয়েকটা পাক দিত, ছোট্ট একটা ফুরফুরে গোলার মতো দ্রুত উধাও হয়ে চলে যেত জানলার বাইরে।

ঐদিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ হয়ে গেল পেত্রোভ্‌না কেন জানি ঘুম থেকে উঠছিল না। কাকটা কীভাবে জানলার ওপরকার খোলা পাল্লা দিয়ে ভেতরে এসে ঢোকে তা দেখার জন্য মাশার কৌতূহল। সে একবারও এটা দেখে নি।

মাশা একটা চেয়ারের ওপর উঠে জানলার ওপরকার পাল্লা খুলে দিয়ে আলমারির পেছনে লুকিয়ে রইল। প্রথমে জানলার ওপরকার খোলা পাল্লা দিয়ে বিশাল বিশাল বরফের কণা উড়ে এসে মেঝের ওপর গলে যেতে লাগল, তারপর হঠাৎ যেন কিসের একটা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ। দাঁড়কাকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে মা'র টেবিলের ওপর লাফিয়ে পড়ল, আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখে নিল, আয়নায় ঐ রকমই একটা কটমটে চেহারার কাককে দেখতে পেয়ে রোঁয়া ফুলিয়ে উঠল, তারপর কা-কা ডাক ছাড়ল, চোর-চোর ভাব করে কাচের তোড়াটা খপ করে তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে উড়ে চলে গেল।

মাশা চেঁচিয়ে উঠল, পেত্রোভ্‌নার ঘুম ভেঙে গেল, সে ককাতে ককাতে গালাগাল দিতে লাগল। এদিকে মা থিয়েটার থেকে ফিরে এসে এত বেশিক্ষণ ধরে কাঁদতে লাগল যে তার সঙ্গে সঙ্গে মাশাও কাঁদল। আর পেত্রোভ্‌না বলল, মন খারাপ করে কাজ নেই, কাচের তোড়াটা পাওয়া গেলেও যেতে পারে — অবশ্য বোকা কাকটা যদি ইতিমধ্যে বরফের স্তূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে হারিয়ে না ফেলে।

সকালবেলায় পাশ্‌কা উড়ে এলো। সে হিতোপদেশের লেখক ক্রিলোভের মাথার ওপর এসে বসল বিশ্রাম করতে, তোড়া চুরি যাবার কাহিনী শুনতে পেয়ে সে রোঁয়া ফুলিয়ে ভাবতে লাগল।
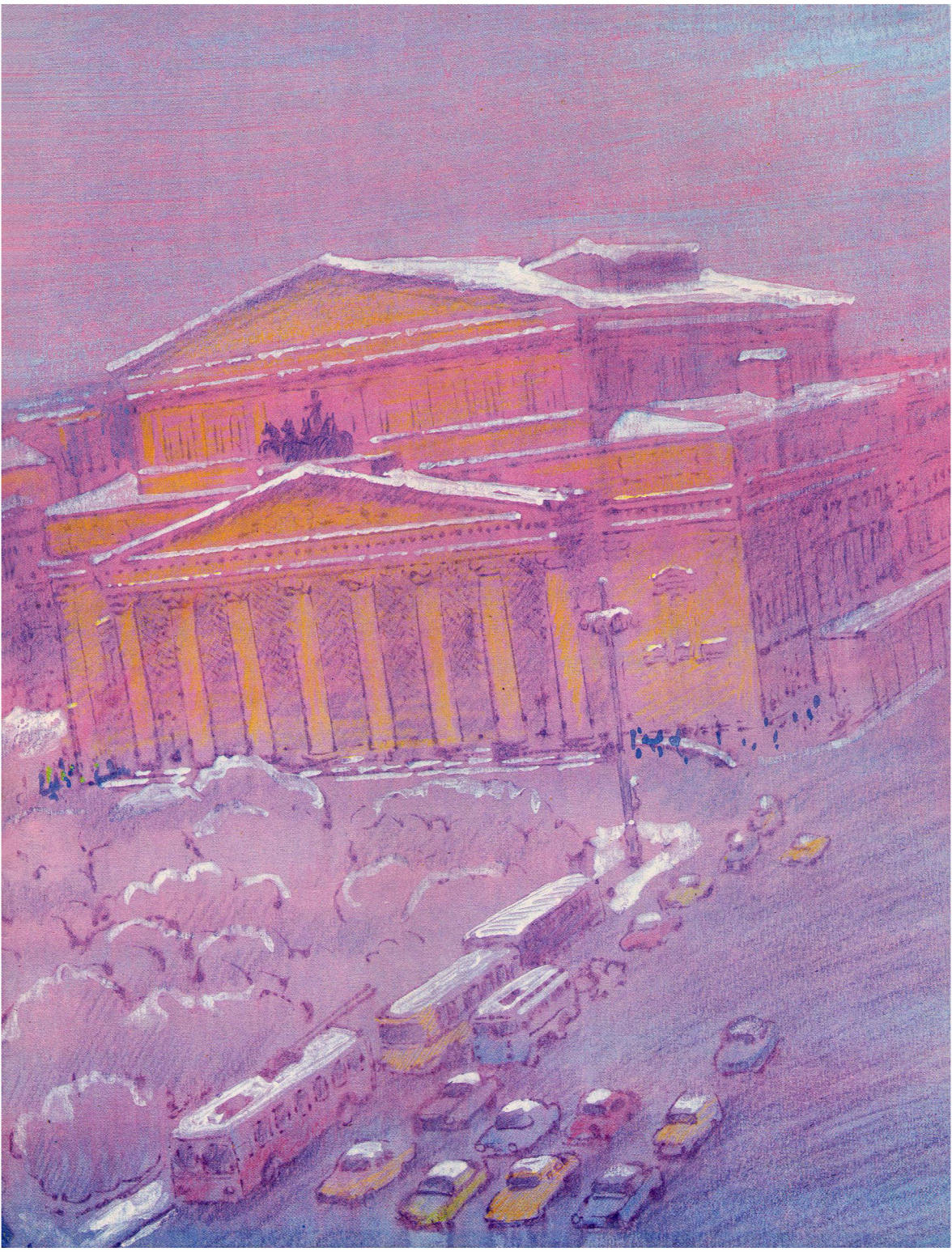
তারপর মা যখন মহলার জন্য থিয়েটারে চলল তখন পাশ্‌কা তার পিছু ছাড়ল না।

সাইনবোর্ডের ওপর থেকে উড়তে উড়তে সে চলল এক ল্যাম্পপোস্ট থেকে আরেক ল্যাম্পপোস্টের মাথায়, সেখান থেকে গাছে গাছে, যতক্ষণ না এসে পৌঁছুল থিয়েটারে। সেখানে ঢালাই লোহার ঘোড়ার মুখের ওপর সে খানিকটা বসল, ঠোঁট ঘসে সাফ করল, পায়ের থাবা দিয়ে চোখের জল মুছল, কিচিরমিচির করে উড়ে চলে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় মাশাকে তার মা উৎসবের সাদা এপ্রন পরাল, আর পেত্রোভ্‌না কাঁধের ওপর ফেলল খয়েরি রঙের সাটিনের শাল, এইভাবে সেজেগুজে সকলে একসঙ্গে চলল থিয়েটারে। ঠিক এই সময়টাতে আশপাশে যত চড়াই বাস করত তাদের সবাইকে চিচ্‌কিনের হুকুমে জড় করল পাশ্‌কা। চড়াইরা ঝাঁক বেঁধে একসঙ্গে গিয়ে হানা দিল দাঁড়কাকের ঐ দোকানঘরটায়, যেখানে লুকানো ছিল কাচের তোড়াটা।

চড়াইরা অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে দোকানঘরে হানা দেবার সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। তারা দোকানঘরের আশেপাশের চালাগুলোর ওপর বসে বসে ঘণ্টা দুয়েক ধরে দাঁড়কাকটাকে জ্বালাতন করতে লাগল। তারা ভেবেছিল এতে সে বেজায় খেপে গিয়ে দোকানঘর থেকে উড়ে বেরিয়ে আসবে। তাহলে রাস্তায় লড়াইয়ের ব্যবস্থা করা যাবে — সেখানে দোকানঘরের মতো ঠেসাঠেসি হবে না, কাকটাকে সকলে মিলে চেপে ধরতে পারবে। কিন্তু কাকটা ছিল জ্ঞানী, চড়াইদের কারসাজি তার জানতে বাকি ছিল না, তাই সে দোকানঘরের ভেতর থেকে বের হল না।

এরপর আর কোন উপায় না দেখে বুকে সাহস সঞ্চয় করে চড়াইপাখির দল শেষ পর্যন্ত একে একে দোকানঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকতে লাগল।

সেখানে এমন চিঁচিঁ, হট্টগোল আর ঝটপটানি শুরু হল যে দোকানঘরের চারপাশে তৎক্ষণাৎ একটা ভিড় জমে গেল।

ছুটে এলো পাহারাদার মিলিশিয়াম্যান। দোকানঘরের ভেতরে উঁকি মেরে দেখে সে আঁতকে পিছিয়ে গেল — ঘরময় উড়ছে চড়াইদের রোঁয়া, এই রোঁয়ার অন্ধকারের মধ্যে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

'উঃ কাণ্ড বটে!' মিলিশিয়াম্যানটি বলল। 'একেই বলে দস্তুরমতো হাতাহাতি লড়াই!'

তক্তা-আঁটা দরজাটা খুলে মারামারি থামানোর উদ্দেশ্যে পাহারাদার মিলিশিয়াম্যান তক্তার পেরেক টেনে খুলতে লাগল।

এই সময় থিয়েটারের অর্কেস্ট্রার যত বেহালা আর ভিয়োলেনচেল্লোর সবগুলো তারে উঠল মৃদু কাঁপন।

ঢ্যাঙা লোকটি ঝট্ করে তার ফেকাসে হাতটা ওঠাল, ধীরে ধীরে এপাশ থেকে ওপাশে সরাল। বাজনার গমগম আওয়াজ ক্রমেই বেড়ে চলল, আর তারই তালে তালে মখমলি পর্দাটা দুলে উঠল, আস্তে করে সরে গেল একপাশে। মাশা এবারে দেখতে পেল হলুদ রোদের আলোয় ঝলমলে বিশাল একটা সাজানো ঘর, কুৎসিত চেহারার বড়লোক বোনগুলোকে, নিষ্ঠুর সৎমাটাকে আর তার নিজের মাকে — রোগা চেহারার, সুন্দরী, পরনে তার ছাইরঙা পুরনো পোশাক।

'সিন্ডারেলা!' অস্ফুটস্বরে চেঁচিয়ে বলল মাশা। মঞ্চের দৃশ্য থেকে চোখ আর সে সরাতে পারে না।

সেখানে নীল, গোলাপি, সোনালি আর চাঁদনি আলোর আভার মধ্যে দেখা দিয়েছে এক রাজপুরী। মা সেখান থেকে পালাতে গিয়ে সিঁড়ির ওপর হারিয়ে ফেলল বেলোয়ারি কাচের একপাটি জুতো।

একটা জিনিস বেশ ভালো ছিল। বাজনা সর্বক্ষণ মা'র জন্য কেবলই দুঃখ আর আনন্দের ভাব প্রকাশ করে যাচ্ছিল — মনে হচ্ছিল এই সব বেহালা, শানাই, বাঁশি আর ট্রম্বোনযন্ত্র — এরা সকলেই যেন জ্যান্ত, ভালোমানুষ। বাজনার কন্ডাক্টর সেই ঢ্যাঙা লোকটার সঙ্গে মিলে তারা অনেক রকম ভাবে মাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছিল। সিন্ডারেলাকে সাহায্য করার কাজে বাজনার কন্ডাক্টর এতই ডুবে ছিল যে দর্শকদের হলঘরের দিকে একবার ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

ব্যাপারটা ছিল বড়ই আফশোসের, কেননা হলঘরে ছিল বহু ছেলেমেয়ে, যাদের চোখেমুখে উপছে পড়ছিল পরম আনন্দ।

এমনকি থিয়েটারের বুড়ো বুড়ো কর্মচারীরা, যারা কস্মিনকালে থিয়েটার দেখে না, হাতে অনুষ্ঠানসূচী-লেখা কাগজের তাড়া আর বড় বড় কালো কালো বাইনোকুলর নিয়ে করিডরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে — সেই বুড়োরা পর্যন্ত নিঃশব্দে হলঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল, ঢোকার পর তাদের পেছনের দরজা ভেজিয়ে দিল, তাকিয়ে
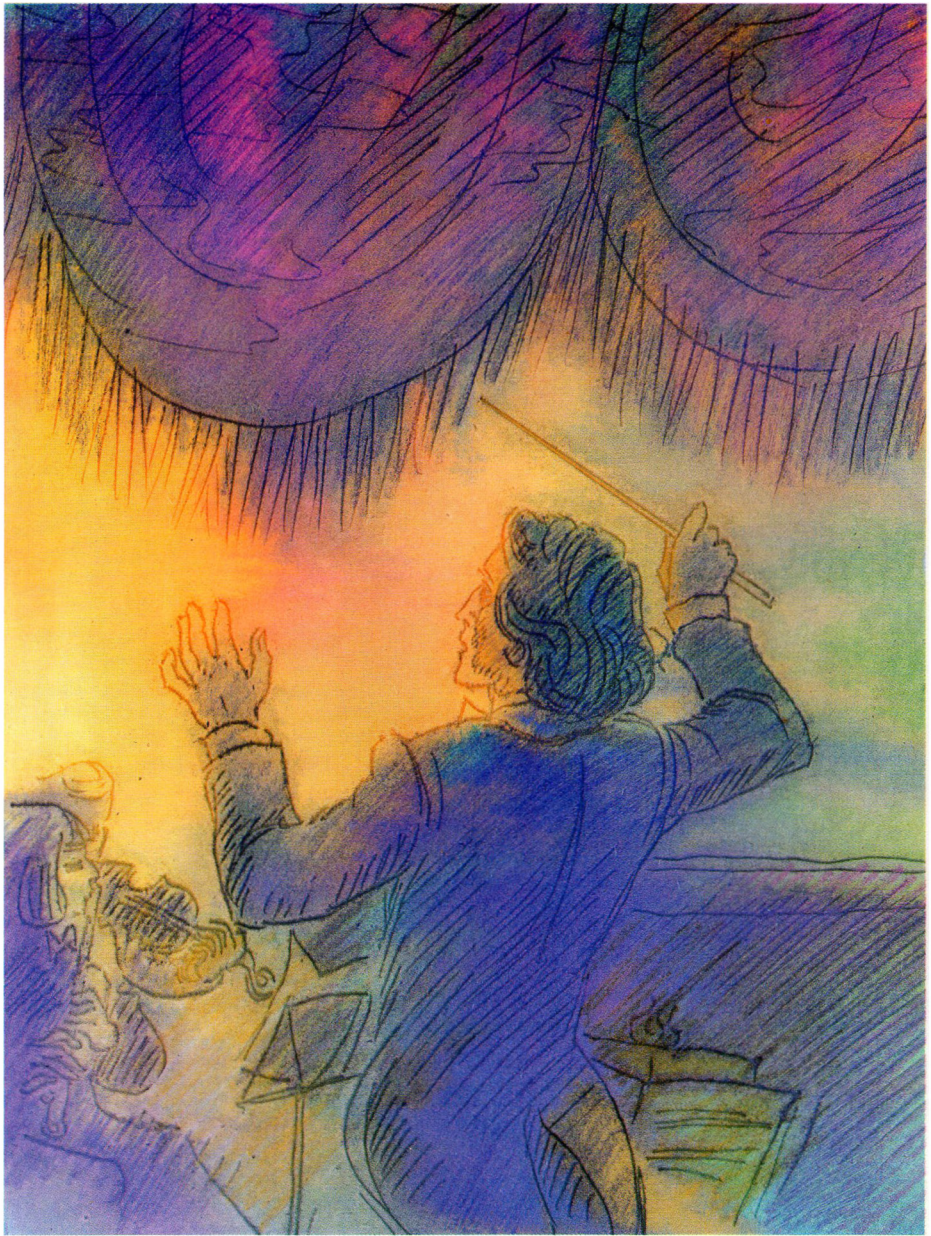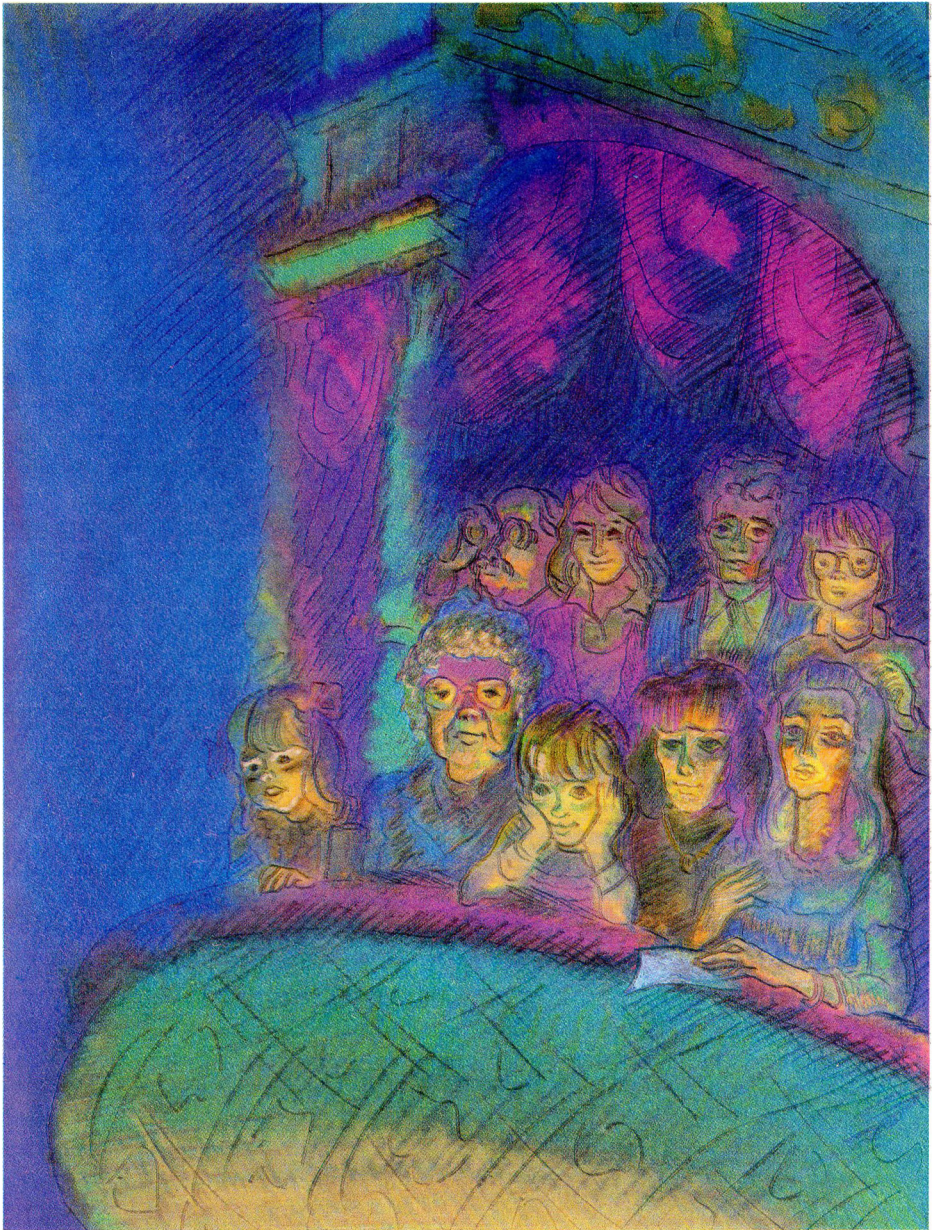
তাকিয়ে দেখতে লাগল মাশার মা'কে। ওদের মধ্যে একজন ত চোখের জলই মুছল। আর চোখের জল ফেলবেই বা না কেন, যখন তারই মতো একজন থিয়েটার-কর্মচারীর, তার মৃত বন্ধুর মেয়ে এমন চমৎকার নাচছে!

শেষকালে অভিনয় যখন শেষ হল, যখন বাজনা সরবে, সানন্দে গেয়ে উঠল খুশির সুর, তখন লোকজনের মুখে ফুটে উঠল হাসি, কিন্তু তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না এত সুখের মধ্যেও সিন্ডারেলার চোখে জল কেন। ঠিক এই সময়ই থিয়েটারের সিঁড়ির ওপর দিয়ে এলোপাতাড়ি উড়তে উড়তে হলঘরের ভেতরে এসে ঢুকল রোঁয়া-ফাঁসা ছোট্ট একটা চড়াই। দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে প্রচণ্ড মারপিটের মাঝখান থেকে সে বেরিয়ে এসেছে।

শত শত আলোয় চোখ-ধাঁধানো মঞ্চের ওপর সে ঘুরে ঘুরে পাক খেতে লাগল। সকলেরই চোখে পড়ল তার ঠোঁটে দারুণ চকচক করছে কি যেন একটা জিনিস, যেন একটা বেলোয়ারি কাচের খুদে ডাল।

হলঘরে চাঞ্চল্য উঠল, তারপরই সব চুপচাপ। কণ্ডাক্টর হাত তুলল, অর্কেস্ট্রা থেমে গেল। পেছনের সারিগুলোতে লোকজন উঠে দাঁড়াতে শুরু করল, মঞ্চে কী হচ্ছে দেখার জন্য। চড়াইটা উড়ে এলো সিন্ডারেলার কাছে। সিন্ডারেলা তার দিকে হাত বাড়াল, চড়াইপাখি উড়তে উড়তে সিন্ডারেলার পাতা হাতের ওপর ছুঁড়ে দিল বেলোয়ারি কাচের ছোট্ট তোড়াটি। সিন্ডারেলা কাঁপা কাঁপা আঙুলে তোড়াটা তার নিজের পোশাকের গায়ে আঁটল।

কণ্ডাক্টর ঝট্ করে হাত তুলল, গমগম করে বেজে উঠল অর্কেস্ট্রা। হাততালির চোটে থিয়েটার-হলের বাতিগুলো কাঁপতে লাগল। চড়াইপাখি ফুরুৎ করে গিয়ে উঠল হলঘরের গম্বুজের তলায়, ঝাড়লণ্ঠনের ওপরে বসে সাফ করতে লাগল মারপিটে ফেঁসে যাওয়া পালকগুলো।

সিন্ডারেলা মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে হাসল। আর মাশার যদি আগে থেকে জানা না থাকত, তাহলে সম্ভবত সে কখনই অনুমান করতে পারত না যে এই সিন্ডারেলা হল তার মা।

তারপর বাড়িতে যখন আলো নেভানো হল, ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে এলো নিশুতি রাত এবং মা সবাইকে শুয়ে পড়তে বলল তখন মাশা

ঘুম-ঘুম ঘোরের মধ্যে তাকে জিজ্ঞেস করল:

'যখন তুমি তোড়াটা লাগাচ্ছিলে তখন কি বাবার কথা মনে পড়ছিল তোমার?'

'হ্যাঁ,' একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল মা।

'কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন?'

'কাঁদছি এই কারণে যে পৃথিবীতে তোর বাবার মতো লোক আছে ভেবে আনন্দ হচ্ছে।'

'মোটেই ঠিক কথা নয়!' বিড়বিড় করে বলল মাশা। 'লোকে আনন্দে হাসে।'

'ছোটখাটো আনন্দে হাসে,' মা জবাব দিল, 'কিন্তু বড় রকমের আনন্দ হলে কাঁদে। আচ্ছা, এখন ঘুমো।'

মাশা ঘুমিয়ে পড়ল। পেত্রোভ্‌নাও ঘুমিয়ে পড়ল। মা জানলার দিকে এগিয়ে গেল। জানলার বাইরে একটা ডালের ওপর ঘুমোচ্ছিল পাশ্‌কা। পৃথিবী শান্ত, আকাশ থেকে অবিরাম ঝরে পড়ছে বড় বড় তুষারকণা, সেই সঙ্গে ক্রমেই বেড়ে চলেছে নিস্তব্ধতা। মা'র মনে হচ্ছিল ঠিক এই তুষারকণার মতোই মানুষের ওপর ঝরে পড়বে মধুর স্বপ্ন আর রাশি রাশি রূপকথা।
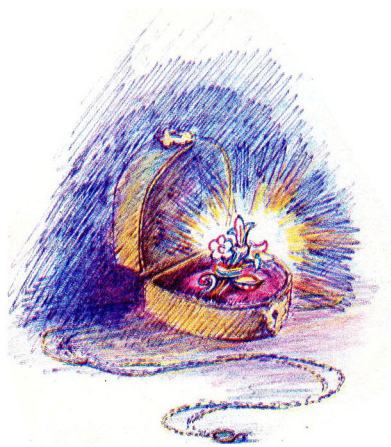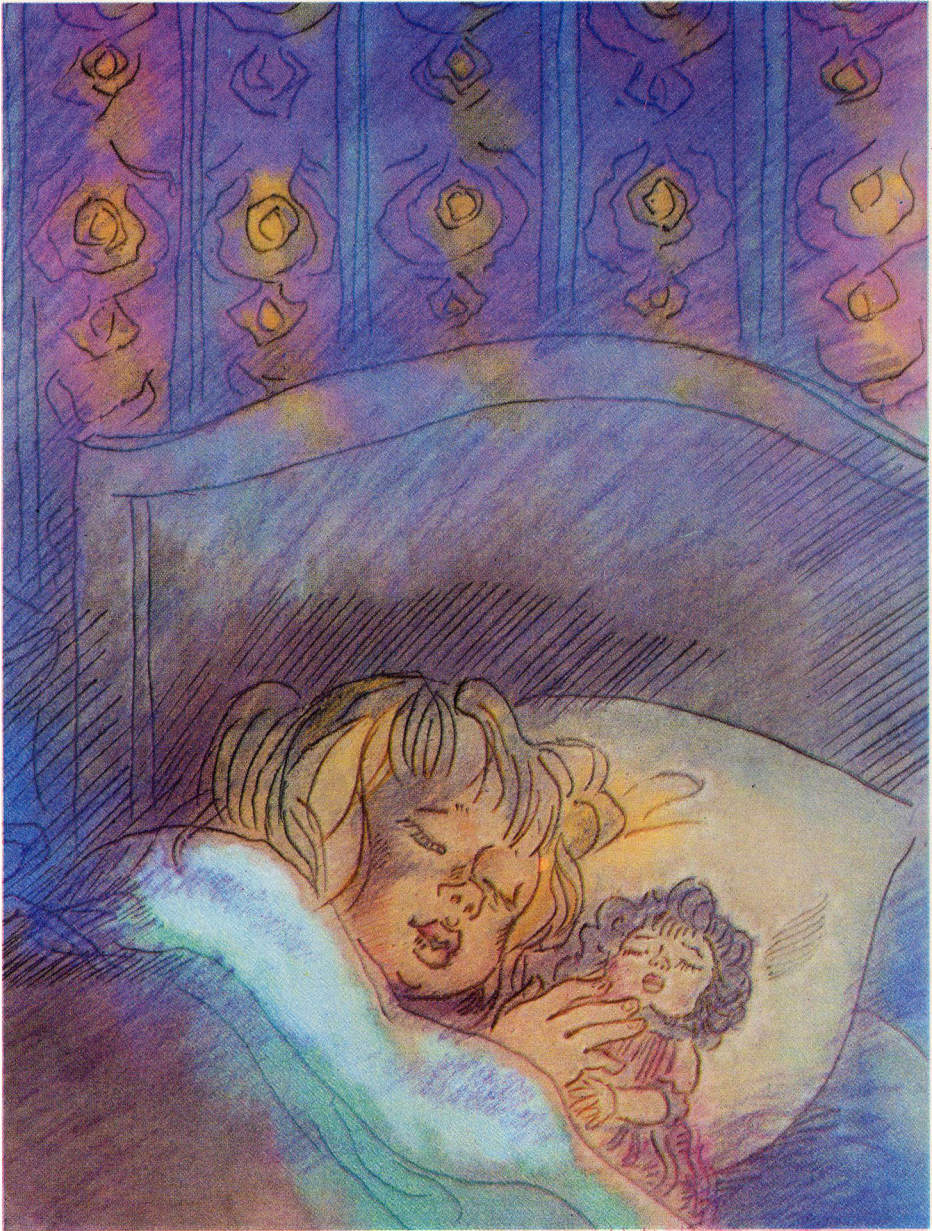
К. Паустовский
РАСТРЕПАННЫЙ ВОРОБЕЙ
На языке бенгали

K. Paustovsky
THE RUFFLED SPARROW
In Bengali

ছোট শিশুদের জন্য

ИБ № 1891
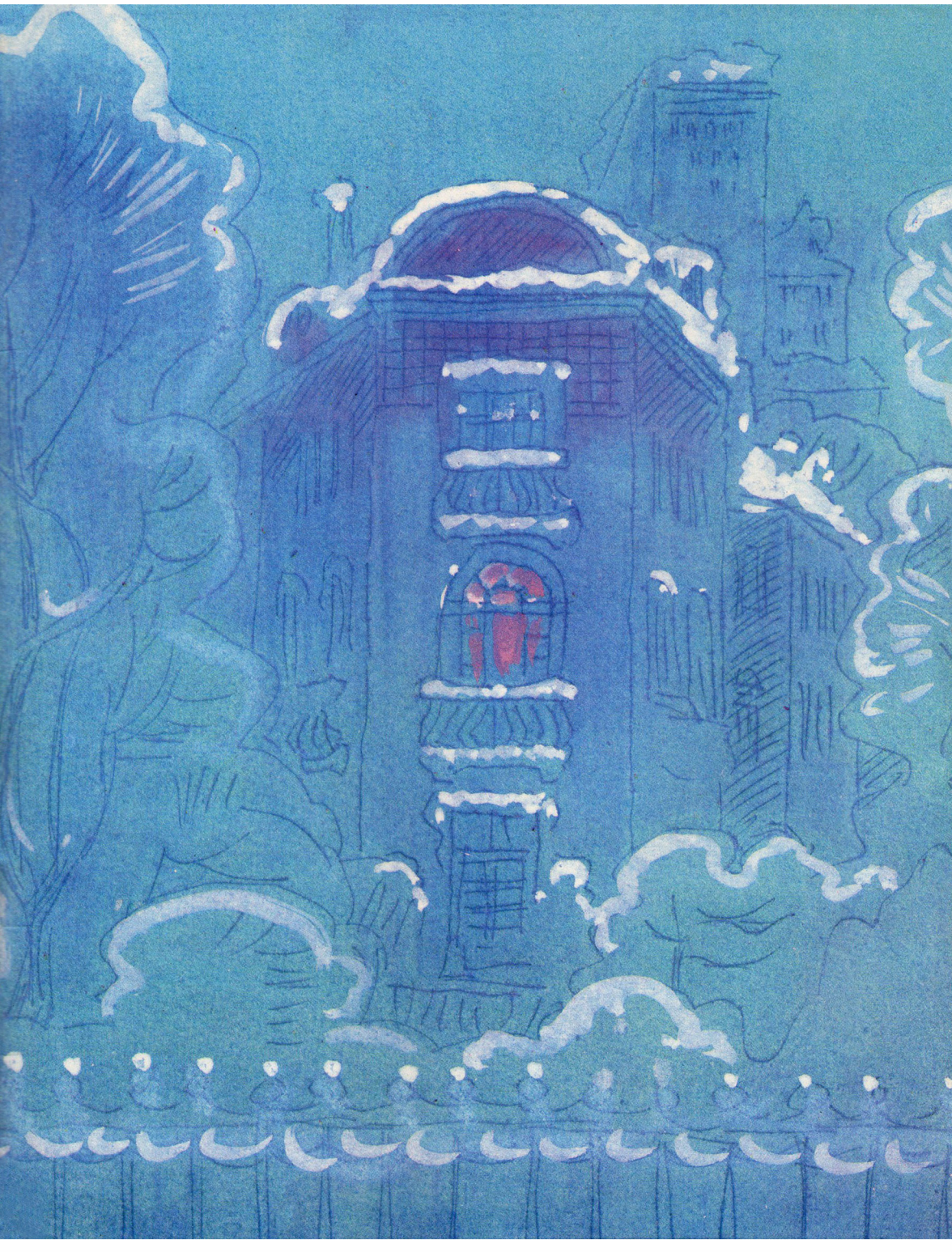
‘রাদুগা’ প্রকাশন
মস্কো
ISBN 5-05-000112-9